প্রতি,
মাননীয় উপ অধিকর্তা,বস্ত্র শিল্প(রেশম) / সহ অধিকর্তা, বস্ত্র শিল্প(রেশম)
পশ্চিম বঙ্গ সরকার,মালদা।

মাধ্যম:-বরাবর।

বিষয়:- ..... প্রকল্পের অধীন পলু ঘর নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

মহাশয়,

আমি আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমি আপনার অধীনস্থ ----------কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র/চক্র এর অন্তর্গত একজন রেশম চাষী।আমি সরকারী আর্থিক সহায়তায় উপরোক্ত প্রকল্পে পলুঘর নির্মাণ করতে ইচ্ছুক।

আমার তুঁতচাষ সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্যাবলি নিম্নে বর্ণিত হল।

১।নাম ঃ

২পিতা/স্বামীর নাম ঃ

৩।ঠিকানা ঃ

৪।তঃ জাতি/তঃ উপজাতি/সংখ্যালঘু/অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী কিনা ঃ

৫।প্রান্তিক চাষী কি না ঃ

৬।পাশবই নম্বর ঃ

৭।প্রকল্পের নাম ঃ

৮।বর্তমান তুঁত জমির পরিমান ঃ

তুঁত জমির বিবরণ দাগ নং:- খঃ নং:- জে।এল।নং-

৯।তুঁত গাছের প্রজাতি ও রোপন পদ্ধতি ঃ

১০।তুঁত জমিতে সাথী ফসল হিসাবে কোন গাছ আছে কি না ? থাকলে কি গাছ ?

১১।নির্মাণকল্পে ব্যবহৃত জমির বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ক) জমির দাগ নং খ) খতিয়ান নং

গ) জে।এল।নং ঘ) মৌজা

১২।বিগত বৎসরে পলুপালনের জন্য সংগৃহীত ডিমের পরিমান ও উৎপাদিত ফসলের বিবরণ (পুরাতন চাষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

ডিমের পরিমান উৎপাদিত ফসল (কেজি)

ক।বহু চক্রী-
খ।সংকর-

১৩।পূর্বে ব্যক্তি / পরিবারের কোন সদস্য রেশম দপ্তর কর্ত্তৃক কোন প্রকার সহায়তা পেয়েছে কি না ? পেয়ে থাকলে তার পূর্ণ বিবরণ:-

উপরের বর্ণিত তথ্যাদি সত্য। আমি এই মর্মে স্বীকার করছি যে উল্লিখিত জমিগুলি আমার ভোগ দখলে আছে এবং উল্লিখিত প্রকল্পে সরকারী নিয়ম নীতি অনুযায়ী আমার নাম বিবেচিত হলে আমি সরকারী নিয়ম নীতি মেনে নির্দিষ্ট সময়ে পলুঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করবে। প্রকল্পের নিয়ম অনুসারে আমি প্রকল্পের অর্ধেক খরচ অর্থাৎ

টাকা ব্যয়ভার বহন করব।

স্থান ঃ

তারিখঃ

উপভোক্তার স্বাক্ষর।

বী ঃ দ্র ঃ বি. .এল .আর .ও এর নিকট থেকে জমির সত্ত্বাধিকার সংক্রান্ত শংসাপত্র জমা দিতে হবে। কোনভাবেই অসম্পূর্ণ দরখাস্ত গ্রাহ্য হবেনা

ক্ষেত্র সহায়ক/প্রদর্শক এর মন্তব্য সহ স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং তারিখ:-

দরখাস্তটি নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা পূর্ণ অনুসন্ধানের পর উপ অধিকর্তা, বস্ত্র মন্ত্রক (রেশম বিভাগ) এর নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরিত হলো। দরখাস্তকারী একজন রেশম চাষী এবং পলুঘর নির্মানের শর্তাবলী প্রযোজ্য।

স্বাক্ষর।

আধিকারিক.....

কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র/সার্কেল আফিস।মালদা